ওপেন গভর্নমেন্ট ডাটা খসড়া কৌশলপত্রের উপর মতামত নিম্নলিখিত ই-মেইলে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলঃ

জনাব বিকাশ কিশোর দাস
অতিরিক্ত সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ফোনঃ +৮৮-০২-৮১৮১৩১১
ই-মেইলঃ addlsecy@sid.gov.bd
ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৮১৮১৩২৩

Open Government Data Strategy

Bangladesh

OPEN GOVERNMENT

ওপেন গভর্ন মেন্টডাটা খসড়া কৌশলপত্রের উপর মতামত নিম্নলিখিত ই-মেইল প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলঃ

জনাব বিকাশ কিশোর দাস
অতিরিক্ত সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ফোনঃ +৮৮-০২-৮১৮১৩১১
ই-মেইলঃ addlsecy@sid.gov.bd
ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৮১৮১৩২৩

Advisor

Anir Chowdhury
Policy Advisor
Access to Information Programme
Prime Minister's Office, Dhaka, Bangladesh

Editor

Md Arfe Elahi
IT Manager
Access to Information Programme
Prime Minister's Office, Dhaka, Bangladesh

Review Committee

Published by

Access to Information Programme
Prime Minister's Office, Dhaka
August 2015

Copyright

সূচি

১. ভূমিকা

১.১ ভিশন

১.২ মিশন

১.৩ উদ্দেশ্য

১.৪ উন্মুক্ত উপাত্তের ধারণা

১.৫ উন্মুক্ত উপাত্তের সুবিধা

২. উন্মুক্ত উপাত্তের মূল নীতিসমূহ

৩. উন্মুক্ত উপাত্তের প্রমিতমানের মৌলিক দিকসমূহ

৪. কৌশল

৪.১ উন্মুক্ত উপাত্ত চর্চা আত্মস্থকরণ

৪.২ প্রকাশযোগ্য উন্মুক্ত উপাত্ত নির্ধারণ

৪.৩ প্রকাশযোগ্য উন্মুক্ত উপাত্ত মূল্যায়ন

৪.৪ উন্মুক্ত উপাত্ত ছাড়করণ

৪.৫ উন্মুক্ত উপাত্ত প্রকাশনা

৪.৬ কেস স্টাডি প্রকাশ

৪.৭ উন্মুক্ত উপাত্ত সম্পর্কে কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি

৪.৮ উন্মুক্ত উপাত্ত কমিউনিটির সঙ্গে সম্পৃক্ততা

৪.৯ উন্মুক্ত উপাত্ত বাতায়নের মাধ্যমে সম্পৃক্তি

৪.১০ উন্মুক্ত তথ্য-বিষয়ক ইভেন্টের মাধ্যমে সম্পৃক্তি

৪.১১ বিদ্যমান অংশীজনের সঙ্গে সম্পৃক্তি

৪.১২ নতুন আগ্রহী দলের সঙ্গে সম্পৃক্তি

৪.১৩ চাহিদার ভিত্তিতে উন্মুক্ত উপাত্তের সম্প্রসারণ

৪.১৪ কনটেন্ট ব্যবস্থাপনা

৪.১৫ নিয়ন্ত্রণ ও সাফল্য নিশ্চিতকরণ

৫. ওজিডি গ্রুপ চালু করা

৬. ওজিডি নির্বাহী কমিটি

৭. উন্মুক্ত উপাত্ত নীতি

৮. উন্মুক্ত উপাত্ত বাতায়ন

৯. উপসংহার

১.ভূমিকা

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি সেখানে প্রযুক্তি ও তথ্য চালকের আসনে রয়েছে। নতুন করে তথ্যের যুগান্তকারী ব্যবহার, উপাত্ত ব্যবহারের কল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গি ও বিভিন্ন পরিধানযোগ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, পরিকল্পনা ও আরও বহু ক্ষেত্রে জনসেবার মানোন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, পর্যটন, অর্থ ও ব্যাংকসহ বিভিন্ন খাতে সরকার বিশাল আকারের নানা ধরনের তথ্য-ভান্ডার সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে। নাগরিক ও বেসরকারি খাতের জন্য এ সকল উপাত্ত উন্মুক্ত করায় জনসেবায় দক্ষতা বৃদ্ধি, সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ ও নাগরিক ক্ষমতায়নে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। নাগরিকের অংশগ্রহণ ও স্বচ্ছতা আনয়নের মাধ্যমে উন্মুক্ত উপাত্ত সংস্কার ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

উপাত্ত উন্মুক্তকরণের ফলে জনগণ কর্তৃক এর ব্যবহার, রূপান্তর ও মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে এর ব্যববহারযোগ্যতা ক্রমেই বাড়তে থাকবে। সরকারি উন্মুক্ত উপাত্ত নির্দিষ্ট ফরম্যাটে প্রকাশিত হওয়ায় উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে (যা নিজেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক চালিকাশক্তি) তা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

১.১ রূপকল্পঃ সবার জন্য উপাত্ত

১.২ মিশনঃ

ক. উপাত্ত ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবন এবং তথ্যের জন্য প্রথাগত পদ্ধতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে উন্মুক্ত উপাত্তের মূলনীতিসমূহ প্রণয়ন;

খ. দক্ষতার সঙ্গে জনসেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ, উদ্ভাবন ও গবেষণায় পৃষ্ঠপোষকতা এবং বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন;

গ. ব্যক্তি ও সংস্থায় উন্মুক্ত উপাত্তের অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির মূলস্রোতে জনগণকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি প্রবর্তন; এবং

ঘ. জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা

১.৩ উদ্দেশ্যসমূহঃ

ক. উত্তম জনসেবা প্রদানের জন্য উদ্ভাবনী পন্থা প্রণয়নে উৎসাহ প্রদান;

খ. গবেষণার পরিধি বিস্তারে উদ্ভাবনী পন্থাসমূহ নিরূপণ ও উন্নয়ন;

গ. নতুন কর্মসংস্থান ও অধিকতর বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি; এবং

ঘ. সরকারে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি আনয়ন

১.৪ উন্মুক্ত তথ্যের ধারণাঃ

উন্মুক্ত উপাত্ত একটি ধারণা যেখানে নির্দিষ্ট কিছু উপাত্তকে সর্বসাধারণের জন্য তাঁদের অভিপ্রায় অনুযায়ী ব্যবহার অথবা পুনঃপ্রকাশের জন্য কপি-রাইট, মেধাস্বত্ব ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা হতে খুব সীমিত বা কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত সহজলভ্য করে দেয়া হয়।

এই উপাত্ত বা কন্টেন্ট এইরূপ ফরমেটে অবমুক্ত করা হয় যাতে কোনো রকম রয়্যালটি বা প্রযুক্তিগত বা আইনি বাধা ব্যতীত যেকেউ সহজে প্রবেশ করতে পারেন, স্বাধীনভাবে ব্যবহার বা পুন:ব্যবহার করতে পারেন, বিতরণ বা পুন:বিতরণ বা শেয়ার করতে পারেন।

উল্লেখ্য, উন্মুক্ত উপাত্তের বৈশিষ্টাবলি শেয়ার-অ্যালাইক হওয়া প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন উন্মুক্ত উপাত্ত অর্থ ই নয় যে, সরকার এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহ তাদের সকল উপাত্তই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করবে। যে কেউ চাইলেই তাঁর নিকট বেসরকারি বা ব্যক্তিগত তথ্য-উপাত্ত প্রদান করা সরকারের জন্য সুবিবেচনাপ্রসূত হবে না; বরং উন্মুক্ত উপাত্ত অর্থ এইরূপ বুঝাবে যে, যে উপাত্তই প্রকাশ করা হবে তা যেন এমনভাবে প্রকাশ করা হয় যাতে ব্যবহারকারীগণ কোনো প্রকার ফি বা অন্যায্য প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকে তা পেতে পারে।

উন্মুক্ত উপাত্ত, নীতিগতভাবে যদিও খোলামেলা অর্থ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তবে যে সংস্থা তা প্রকাশ করছে, যে ধরনের উপাত্ত প্রকাশ করা হচ্ছে এবং বিশেষত: যাদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হচ্ছে তার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োজন হবে।

উন্মুক্ততার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেঃ

আইনগত উন্মুক্ততা: আইনি উন্মুক্ততা এমন হতে হবে যে, আইনগতভাবেই যেন উপাত্তে সাধারণভাবে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়, তার ওপর কাজ করা যায় এবং তা শেয়ার করা যায়। আইনি উন্মুক্ততা সাধারণত এইরূপ একটি ব্যবস্থা, যাতে উন্মুক্ত লাইসেন্স সিস্টেম ব্যবস্থায় যে কারোর বিনা বাধায় উপাত্তে প্রবেশ ও পুন:ব্যবহারের উপায় থাকে অথবা পাবলিক ডোমেইনে তা প্রকাশের ব্যবস্থা থাকে।

কারিগরি উন্মুক্ততা: উপাত্ত ব্যবহারে যেন এমন কোনো প্রকার কারিগরি বাধা না থাকে যার ফলে ব্যবহারকারীর তা ব্যবহার করা কষ্টসাধ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কাগজে মুদ্রিত কোনো তথ্য বা কোনো তথ্য-ছক (বা পিডিএফে করা কোন টেবিল) প্রয়োজনে ব্যবহার করা বেশ কঠিন, এগুলোকে কারিগরিভাবে সহজে ব্যবহারযোগ্য করতে হবে।

১.৫ উন্মুক্ত উপাত্তের সুবিধাসমূহ:

অ. সরকারের সুবিধাসমূহ:

(ক) অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি

(খ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি

(গ) তথ্য আদান-প্রদানে ব্যয় হ্রাস

(ঘ) সেবায় দক্ষতা বৃদ্ধি (বিশেষত পরস্পর সম্পর্কিত উপাত্তের মাধ্যমে)

(ঙ) জিডিপি বৃদ্ধি

(চ) আত্মকর্মসংস্থানকে উৎসাহিতকরণ (অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি)

(ছ) সঠিক তথ্যের আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

আ. বেসরকারি খাতের সুবিধাসমূহ

(ক) সেবা/পণ্যের ক্ষেত্রে নতুন ব্যবসায়ের সুযোগ সৃষ্টি

(খ) উপাত্ত রূপান্তরের ক্ষেত্রে ব্যয় হ্রাস (এ ক্ষেত্রে উপাত্ত আদি ফরমেটে রূপান্তরের প্রয়োজন নেই)

(গ) সঠিক তথ্যের আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

(ঘ) দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি

ই. এনজিও / সুশীল সমাজের সুবিধাসমূহ:

(ক) অধিক তথ্য-সমৃদ্ধ পরিবীক্ষণ

(খ) প্রকল্প কাজে নতুন পন্থা অবলম্বন যথা: বিভিন্ন টুল/এপ্লিকেশন তৈরি করা

(গ) দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসইকরণের সুযোগ বৃদ্ধি

ঈ. ব্যক্তি-ব্যবহারকারীর সুবিধাসমূহ:

(ক) সরকারের সাথে সহজ যোগাযোগ (যেমনঃ অপরাধের তথ্য প্রদান, রাস্তার খানা-খন্দের তথ্য জানানো, ইত্যাদি)

(খ) ম্যাপিং উপাত্ত, আগ্রহ-সম্পর্কিত স্থান ইত্যাদির তথ্যভাণ্ডারের মাধ্যমে সহজ যোগাযোগ (পথ-পরিকল্পনা, গণ-পরিবহন শিডিউল ইত্যাদি)

(গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়গুলোর তথ্যাদি গবেষকদের নিকট ব্যবহারকারী-বান্ধবরূপে সহজলভ্য করে তোলা

এ. সাধারণ সুবিধাবলি:

(ক) উন্মুক্ত উপাত্ত কিছু সুনির্দিষ্ট খাতের রূপান্তরকে গতিশীল করে, যেমনঃ আর্থিক খাত;

(খ) উন্মুক্ত উপাত্ত নতুন ধরনের পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেল প্রদান করে;

(গ) উন্মুক্ত উপাত্ত নীতি বেসরকারি খাতের উপাত্ত প্রকাশের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে; এবং

(ঘ) উন্মুক্ত উপাত্ত প্রথাগত ব্যবসায়িক মডেল ভেঙ্গে সেবাক্ষেত্রে প্রবেশের বাধা হ্রাস করে এবং সেবা-শিল্পের পথকে সুগম করে

২. উন্মুক্ত উপাত্তের নীতিসমূহ

সরকারের ঐসকল উপাত্তগুলো উন্মুক্ত বলে বিবেচিত হবে যদি তা সর্বসাধারণের জন্য এরূপভাবে উন্মুক্ত করা হয় যা নিম্নোক্ত নীতিসমূহ অনুসরণ করে:

(ক) সম্পূর্ণ উপাত্ত সম্ভব হলে সহজলভ্য করা

সকল সরকারি উপাত্ত সহজলভ্য করা প্রয়োজন। সরকারি/ পাবলিক তথ্য হলো সেসব তথ্য যা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, নিরাপত্তা বা বিশেষ অধিকারের আওতাভুক্ত নয়। অন্যদিকে নন-ইলেকট্রনিক তথ্যভাণ্ডার যেমন: ভৌত নিদর্শনাবলি উন্মুক্ত সরকারি উপাত্ত নীতির আওতায় বিবেচিত হবে না। এরূপ তথ্য-উপাত্ত যতদূর সম্ভব উন্মুক্ত করা যায় তাতে সর্বদা-ই উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

স্তূপীকৃত উপাত্তের (bulk data) ক্ষেত্রে সবটুকু উপাত্তই প্রয়োজন হতে পারে। এমনকি খুব সাধারণ এপ্লিকেশনের বেলায়ও যেমন, লাইন আইটেমের সমষ্টীকরণের ক্ষেত্রে পুরো তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশের প্রয়োজন হতে পারে। এটি বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায় যে, এপিআই (API) তৈরির আগেই স্তূপীকৃত উপাত্তের সহজলভ্যতা থাকতে হবে কারণ "এপিআই" সাধারণভাবে পুরো উপাত্তের কিছু অংশ মাত্র ফিরিয়ে আনতে পারে।

খ) প্রাথমিক উৎস থেকেই সহজলভ্য করা

তথ্য-উপাত্ত সবসময়ই মৌলিক বা প্রাথমিক উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে, যতদূর সম্ভব এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ থেকে, তা সামষ্টিক বা পরিবর্তিত রূপ থেকে না হলেই ভালো। তবে কেউ যদি সামষ্টিক ভিত্তিতে উপাত্তের রূপান্তর করতে চায়, অথবা ব্যবহারকারীর জন্য ইন্টারনেট সাইটে কোডান্তর করতে চায়, তবুও তার জন্য বাধ্যবাধকতা থাকবে যেন অবিকৃতভাবেই তা স্তূপীকৃত উপাত্ত থেকে আসে, যাতে অন্যরা এটি তাদের সাইটের জন্য ব্যবহার করতে পারেন অথবা পরবর্তী ব্যবহারকারীগণও অবিকৃতভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

গ) তাৎক্ষণিক সহজলভ্যতা

যখনই প্রয়োজন তখনই যেন উপাত্ত পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঘ) উপাত্তের অভিগম্যতা

বহুসংখ্যক ব্যবহারকারী কর্তৃক নানাবিধ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উপাত্তের উপস্থিতি সহজলভ্য করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে তথ্য অবশ্যই ইন্টারনেটে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে বিস্তৃত পরিসরে ব্যবহারকারীদের তথ্য ব্যবহারের সুবিধা দেয়া যায়। এর অর্থ দাঁড়ায়, উপাত্ত তৈরি এবং প্রকাশনা যেন প্রতিবন্ধীবান্ধব হয় তাও বিবেচনায় নিতে হবে এবং বিভিন্ন সফটওয়ার এবং হার্ডওয়ার প্লাটফর্মের ব্যবহারকারীর যেন সুবিধা হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। উপাত্ত অবশ্যই বর্তমান ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড প্রটোকল এবং ফরম্যাট অনুসরণ করে প্রকাশ করতে হবে, সেই সাথে উপাত্তের পুনঃব্যবহারের ক্ষেত্রে বিকল্প প্রোটোকল এবং ফরম্যাটের ব্যবস্থা রাখতে হবে। উপাত্ত শুধুমাত্র ওয়েব ফরমের মাধ্যমেই প্রবেশযোগ্য হবেনা, বরং প্রযুক্তিগত বিধিনিষেধ ব্যতিরেকেই স্বয়ংক্রিয় টুল দ্বারাও প্রবেশগম্য হতে হবে।

ঙ) উপাত্ত হবে যন্ত্রের মাধ্যমে প্রক্রিয়াযোগ্য

উপাত্ত-কাঠামো যৌক্তিকভাবে কাঠামোবদ্ধ হতে হবে যেন তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়া করা যায়। উপাত্তের বহুল ব্যবহারের লক্ষ্যে এটি সঠিকভাবে কোডভুক্ত করা প্রয়োজন। খেয়াল রাখতে হবে যেন উন্মুক্তভাবে রাখা অবিন্যস্ত

টেক্সট—টেবুলার ও সাধারণীকৃত রেকর্ডের বিকল্প না হয়। আবার কোনো টেক্সটের ইমেজ ঐ টেক্সটের বিকল্পও হবেনা। যারা উপাত্ত ব্যবহার করবেন তাদের জন্য ডাটা ফরম্যাট এবং সাধারণীকৃত ডাটার অর্থের পর্যাপ্ত ডকুমেন্টেশন রাখতে হবে। সরকার যে ডাটা প্রকাশ করবে তা যেন এরূপ ফরম্যাটে এবং পন্থায় থাকে যাতে ডাটার পুনঃব্যবহার এবং বিশ্লেষণে তা ডাটা ব্যবহারকারীর জন্য সহায়ক হয়। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে, সরকারি উন্মুক্ত উপাত্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে জনগণ যেন আদি-উপাত্ত সরকারের নিজস্ব বিশ্লেষণের উপর নির্ভর না করে নিজেদের মতো করে বিশ্লেষণের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

চ) বৈষম্যবিহীনভাবেই উপাত্তের সহজলভ্যতা

উপাত্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার নিবন্ধন না করেই যে কাউকে তা ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে হবে। অজ্ঞাত প্রক্সিসহ অজ্ঞাতনামা হিসেবে সরকারি উপাত্তে প্রবেশের সুযোগ রাখা প্রয়োজন।

ছ) মালিকানা স্বত্ববিহীন

উপাত্তগুলো এমন ফরমেটে প্রকাশিত হবে যেন কেউ এককভাবে এর নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে। ডাটার ওপর মালিকানা আরোপ করা হলে তা ডাটার ওপর অপ্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ যেমন: কারা ব্যবহার করবে, কীভাবে ব্যবহার ও শেয়ার করবে এবং ভবিষ্যতে কারা ডাটা ব্যবহার করতে পারবে ইত্যাদি বিধিনিষেধ আরোপিত হতে পারে। অবশ্য কিছু স্বত্বযুক্ত ফরম্যাট প্রায় সর্বজনীন হলেও একমাত্র স্বত্বযুক্ত ফরম্যাট ব্যবহারই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। আবার স্বত্ববিহীন ডাটা বিশাল সংখ্যক ব্যবহারকারীর কাছে নাও পৌঁছাতে পারে; এই সকল ক্ষেত্রে ডাটাকে বিভিন্ন ফরমেটে সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

জ) লাইসেন্স বিহীন

ডাটাকে কপিরাইট, প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক বা বাণিজ্যিক গোপনীয়তার বিধিসমূহের ওপর নির্ভরশীল রাখা ঠিক হবেনা। তবে প্রয়োজন সাপেক্ষে যৌক্তিক গোপনীয়তা, নিরাপত্তা এবং বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। সরকারি তথ্যের মধ্যে জনগণের তথ্য, ব্যক্তিগত তথ্য, কপিরাইটেড তথ্যসহ অন্যান্য বদ্ধ উপাত্ত থাকতে পারে, তাই কোন্ তথ্যটি সকলের জন্য, আর কোন্গুলোর জন্য অনুমতি লাগবে, ব্যবহার বিধি কী হবে এবং আইনগত বিধি-নিষেধ কী—সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। যে সকল তথ্যের ওপর কোনো প্রকার বাধা নিষেধ নাই সেগুলো পাবলিক ডোমেইনে স্পষ্ট করে চিহ্নিত করতে হবে।

৩. উন্মুক্ত উপাত্তের মৌলিক আদর্শ

ওয়েব-সার্ভিসেস প্রযুক্তি—অনলাইনে যে সকল এ্যাপ্লিকেশনগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলোকে একসঙ্গে নিয়ে কাজ করার ধারণাকে সামনে নিয়ে এসেছে। অনেক পরিসংখ্যানগত প্রমিতমান নিরূপণে এ ধরনের কাঠামোর ব্যবহার শুরু হয়েছে। ডিডিআই (ডাটা ডকুমেন্টেশন ইনিশিয়েটিভ)-এ প্রশ্নব্যাংক হিসেবে কাজ করার জন্য কেন্দ্রীয় রেজিস্ট্রি'র ধারণা কাজ শুরু করেছে। এসডিএমএক্স (স্ট্যাটিসক্যাল ডাটা এন্ড মেটা ডাটা এক্সচেঞ্জ)-এ কয়েক সেট প্রমিত ইন্টারফেস দেয়া থাকে যা কেন্দ্রীয় রেজিস্ট্রির সংগে যোগাযোগের মাধ্যমে সামষ্টিক উপাত্ত প্রদর্শন করে, সংশ্লিষ্ট গঠনগত ও বর্ণনামূলক ডাটাগুলোকে তথ্যভাণ্ডারে সুবিন্যস্ত করা এবং তথ্যের ব্যবহার ও আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এই ডাটা ও মেটাডাটার প্রক্রিয়াকরণ-বিষয়ক তথ্যাবলি দৃশ্যমান করে। বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হলেও এই ধারণাগুলো প্রায় একই রকম।

পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি ও সেবাভিত্তিক কাঠামোসমূহের ব্যবহার যদিও বেশ পুরনো, তবে ভিন্ন ভিন্ন মানদন্ড ও বিশেষত্ব দ্বারা অ-আন্তঃচলমানভাবে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ঝুঁকিও রয়েছে। এটি অবশ্য একক

কাঠামোর নকশা প্রণয়ন ও উন্নয়ন, এবং সেই সঙ্গে বহুবিধ প্রতিযোগী প্রমিতমানের সমস্যা নিরসনে ওডিএএফ-এর জন্য সুযোগ তৈরি করেছে। উল্লেখ্য যে, এসকল প্রমিত উপাত্তমান বাংলাদেশের এনইএ-এর অনুবর্তী হতে হবে। (NEA)

৩.১ ডাটা ও মেটাডাটা মডেল

বর্তমানে অনেক স্ট্যান্ডার্ড মডেলিং পদ্ধতি রয়েছে যা প্রমিত মানগুলোর মধ্যে ইন্টারপারেবিলিটি ত্বরান্বিত করে। বাংলাদেশের উন্মুক্ত উপাত্ত ও মেটাডাটা মডেলের প্রমিতমান – এসডিএমএক্স ইনফরমেশন মডেল (সামষ্টিক পরিসংখ্যান উপাত্ত এবং সংশ্লিষ্ট মেটাডাটার জন্য মেটাডাটা মডেল); ISO/IEC-11179 এবং প্রচলিত মেটাডাটা রিপজিটরি এক্সটেনসিভসমূহ (সিমানটিক্স-এর সংজ্ঞায়ন এবং উপাত্ত ও মেটাডাটা সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে); ISO-15000 কোর কম্পোনেন্ট টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এবং শ্রেণিবিন্যাস স্কিমের জন্য নিউচাটেল মডেল অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অবশ্য অনেকগুলো দরকারি মডেল রয়েছে, বিশেষ করে DDI থেকে যেগুলো উদ্ভুত হচ্ছে। এসব প্রমিতমানগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই একে অপরের কাজে লাগছে; সে হিসেবেএগুলোর পুরোপুরি পারস্পরিক সম্পৃক্তকরণ (alignment) সম্ভব। এ ধরনের মডেলগুলো আইএসও-১১১৭৯-এর মতো প্রমিত সিমানটিক মেটামডেল কাজে লাগিয়ে অন্যান্য মডেলের মানচিত্রায়নের ভিত্তির সুযোগ করে দেয়া সম্ভব।

৩.২ ডাটা ও মেটাডাটা ফরমেট

অনেক প্রমিতমানে পরিসংখ্যানগত উপাত্ত ও মেটাডাটার ফরম্যাট দেয়া থাকে। সবগুলো না হলেও এগুলোর অনেকগুলোই এক্সএমএল স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করে বর্ণনা করা হয়; কিছু আবার EDIFACT সিনট্যাক্স (GESMES) বা বিভিন্ন ধরনের স্বত্বযুক্ত ফরম্যাটে বর্ননা করা হয়। উপরে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মেটামডেলের ওপর ভিত্তি করে উল্লিখিত ফরম্যাটগুলো তৈরি , এবং কিছুটা হলেও সঙ্গতিপূর্ণ। এগুলো ম্যাপিং করে ইন্টারপারেবল এপ্লিকেশন ব্যবহার করা সম্ভব, যার দ্বারা পরিসংখ্যান উপাত্ত ও মেটাডাটার ব্যবহার এবং বিনিময় করা সম্ভব। বাংলাদেশের উন্মুক্ত উপাত্ত এবং মেটাডাটা ফরম্যাটের প্রমিতমানও উপরিউল্লিখিত ফরম্যাট অনুসরণ করবে।

৩.৩ পরিসংখ্যানগত নিবন্ধনসমূহ:

সেবাভিত্তিক আর্কিটেকচার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রেজিস্ট্রির অনলাইন-সেবা ধারণা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের উন্মুক্ত উপাত্ত দুটি আনুভূমিক কারিগরি স্ট্যান্ডার্ডকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে—যার একটি হচ্ছে আই এসও-১৫০০ যা ebXML Registry/রিপোজিটরিকে বিধৃত করে ; আর অপরটি হচ্ছে OASIS' UDDI রেজিস্ট্রি স্পেসিফিকেশন। পরিসংখ্যানগত এপ্লিকেশন ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লিখিত জেনেরিক রেজিস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ডগুলো নানাভাবে পরিমার্জিত করা হয়েছে; এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে SDMX টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনের ২.০ ভার্সনের ক্ষেত্রে। সর্বজনীন পরিসংখ্যানগত আর্কিটেকচার গঠনের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি মডেলের ওপর ভিত্তি করে রেজিস্ট্রি ইন্টারফেসগুলোর একটা স্ট্যান্ডার্ড সেটই মূলভিত্তি বা lynchpin। এ ক্ষেত্রে ODAF নীতি / গাইডলাইনস্ অনুসরণ করা যেতে পারে।

যেহেতু স্ট্যান্ডার্ড রেজিস্ট্রির ব্যবহার বাড়ছে, এ ক্ষেত্রে ODAF-ই যথোপযুক্ত সংস্থা—যে কিনা সুপারিশ করতে পারে রেজিস্ট্রিভিত্তিক রূপকল্প বাস্তবে রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন টুল তৈরি এবং পরিসংখান লাইফ সাইকেলে বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ডের ক্ষেত্রে এটা কীভাবে কাজে লাগানো যায়।

৩.৪ সিমেন্টিক রেজিস্ট্রিস:

আইএসও/আইইসি ১১১৭৯ সিমেন্টিক রেজিস্টারের ধারণা প্রদান করে যেখানে উপাত্ত এবং মেটাডাটা উপাদান যথার্থভাবে ব্যবস্থাপনা করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ওপেন ডাটা ফাউন্ডেশন (ODaF) হলো সামগ্রিক পরিসংখ্যানিক নির্মাণ ধারণার অংশ।

৩.৫ মেটাডাটা রিপোজিটরি

উপাত্ত-উদ্যোগসমূহকে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারি মেটাডাটা ভাডার ব্যবহারের ওপর ক্রমশঃ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া SDMX স্ট্যান্ডার্ডসমূহ তৈরির ক্ষেত্রে বড় চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। মেটাডাটা ভান্ডারসমূহের অন্যান্য প্রমিত ভিউও অবশ্য বিদ্যমান, বিশেষ করে ISO/IEC -11179-এর CMR এক্সটেনশনসমূহ, এবং DDI-এর ভিত্তি করে মেটাডাটাভান্ডার বহু উপাত্তভান্ডারের মাধ্যমে এখন সহজলভ্য।

ডিজিটাল লাইব্রেরি জগতের বিস্তৃত পরিসরে অনেক দরকারি স্ট্যান্ডার্ড যেমন: ডাবলিন কোর ডিজিটাল সার্টিফিকেট-এর সংগ্রহের বর্ণনায় ব্যবহৃত হতে পারে। অনেক মূল্যবান মেটাডাটার সমন্বয়ে গঠিত এইসব তথ্যভান্ডার সর্বজনীন পরিসংখ্যানগত আর্কিটেকচারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও বর্তমানে খুঁজে প্রবেশ করা দুস্কর। মেটাডাটা স্ট্যান্ডার্ডসমূহকে বিন্যস্ত করে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় টুল ব্যবহারের মাধ্যমে মেটাডাটা ভান্ডার সহজেই সার্বিক পরিসংখ্যান নেটওয়ার্কের অংশ হতে পারে। কৌশলগতভাবেও বাংলাদেশ উন্মুক্ত উপাত্তের এরূপ মেটাডাটা ভান্ডার স্ট্যান্ডার্ড থাকতে পারে।

৩.৬ তথ্যের প্রকারভেদ

তথ্য-উপাত্ত হতে পারে কাঠামোবদ্ধ, কাঠামোবিহীন এবং তা হতে পারে ডেটাবেজধর্মী। কাঠামোহীন ডাটার মধ্যে আছে ইলেক্ট্রনিক মেইল মেসেজ, স্ক্যান করা মেমোরেন্ডা, ডকুমেন্ট, ছবি, এবং ভিডিও, যেমন- যানবাহন যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পুলিশ বিভাগের কাজ। তবে এসব তথ্যের একটি বড় অংশই কাঠামোবদ্ধ। কাঠামোবদ্ধ তথ্য কোনো উন্মুক্ত ডেটা সাইটে সহজেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কাঠামোবদ্ধ ডেটা উপস্থাপনের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো রো বা কলামের মাধ্যমে সারণী বা স্প্রেডশিটের মাধ্যমে উপস্থাপন। প্রতিটি কলামে নির্দিষ্ট ডেটা থাকবে যেমন: সড়ক নম্বর বা ঠিকানা অথবা টেলিফোন নম্বর। প্রতিটি রো হচ্ছে উপাত্তের অনুরূপ দৃষ্টান্ত।

তৃতীয় ধরনের ডেটা হল ডেটাবেজ বা উপাত্তভান্ডার। সাধারণত একটি ডেটাবেজে বিভিন্ন ধরনের সারণী থাকে, যার প্রতিটি কাঠামোবদ্ধ, তবে এক্ষেত্রে অন্যান্য তথ্যের সাথে সমন্বয় করে ডেটা উপস্থাপন না করলে এসব সারণী তেমন অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে না। এ ধরনের ডেটাবেজের একটি উদাহরণ হল মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বা এইচআরএমএস। এর একটি সারণীতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নাম এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যেমনঃ জন্মতারিখ, সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর, বয়স, কর্মচারীদের সংখ্যা ইত্যাদি থাকতে পারে। ডেটাবেজের দ্বিতীয় সারণীতে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর নির্ভরশীলদের নাম, তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। তৃতীয় সারণীতে প্রশিক্ষণ ক্লাসের সংখ্যা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সনদ প্রাপ্তির হিসেব থাকতে পারে। উন্মুক্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে ডাটাবেজের যে ডাটা উন্মুক্ত করা হবে তা কোয়ারি বা প্রতিবেদন থেকে আসে, সেখানে নিয়ন্ত্রিত তথ্য যেমনঃ ক্রেডিট কার্ড নম্বর সম্পাদনা করে বাদ দিতে হয় যাতে সমস্যার উদ্ভব না ঘটে ।

৪. কর্মকৌশল

যেসব ডেটা উন্মুক্ত করা যেতে পারে সেগুলো রেজিস্টার, ডেটাবেজ, স্প্রেডশিট, আদমশুমারি, জরিপ বা সমীক্ষা এবং ভূতাত্ত্বিক ডেটাসেটসহ বিভিন্ন উৎস থেকে আসবে। সরকারি বিভিন্ন সংস্থা তাদের দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে অথবা সরকারি কাজ হিসেবে এ ডেটা সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনা করবে। টেক্সটভিত্তিক ডেটা যেমনঃ প্রতিদিনের ইমেইল, মেমো, ব্যবসায়িক বিষয়াদি এবং প্রতিবেদন—যেগুলো আদি ডাটার সমন্বয়ে বা প্রক্রিয়া করে তৈরি করা হয় তা বাদ দিতে হবে।

সরকারি খাতে বিপুল পরিমাণ ব্যবহারযোগ্য উপাত্ত রয়েছে। যদিও এ কর্মকৌশলের উদ্দেশ্য হল যে তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ যা তথ্য-উপাত্ত ব্যবস্থাপনা চক্রের একটি অংশ, তবে এটি প্রয়োগযোগ্য হতে সময় লাগবে। অতএব, আমাদের প্রত্যাশাকে সংবরণ করতে হবে। ভারসাম্য ঠিক রাখতে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত প্রকাশকে আমরা অগ্রাধিকার দেবো, তবে নীতিমালায় উল্লেখিত শর্ত অনুযায়ী কিছু তথ্য প্রকাশ করা যাবে না। তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে জনগণের কাছে স্বাভাবিকভাবে তথ্য পৌঁছানোকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং এভাবেই প্রাথমিক ভারসাম্য বজায় রাখা হবে। উচ্চ মূল্য বা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ডেটা যা পুন ব্যবহার করা যায় এমন ডেটাসেটকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

উন্মুক্ত তথ্য-উপাত্ত কর্মকৌশলের উদ্দেশ্য হলো:

ক) সরকারি কাজে উন্মুক্ত তথ্য-উপাত্ত চর্চা প্রয়োগ/বাস্তবায়ন করা;

খ) উন্মুক্ত তথ্য-উপাত্ত কমিউনিটির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া; এবং

গ) চাহিদার ভিত্তিতে উন্মুক্ত তথ্য-উপাত্ত বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ করা।

সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন এবং পরিকল্পনার ধারাবাহিকতার ওপর নির্ভর করবে এর কৃতকার্য হওয়া।

৪.১: উন্মুক্ত উপাত্তের ব্যবহার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

বাংলাদেশ সরকার বর্তমান বিদ্যমান পদ্ধতি এবং এর সহজিকৃত পদ্ধতির উপাত্ত-কাঠামোকে উন্মুক্ত ডাটা ব্যবস্থায় চালু করতে পারে। উন্মুক্ত ডাটার সমন্বয় কেন্দ্রীয়ভাবে করা হলে তা অব্যাহত রাখা, জ্ঞান শেয়ার করা ও সম্পদের কাম্য ব্যবহার বৃদ্ধিতে অধিক সহায়ক হবে।

৪.২ উন্মুক্ত ডাটা নির্বাচন

সরকার বিভিন্ন উপায়ে উন্মুক্ত উপাত্ত নির্বাচন করবে যেমনঃ

ক) সরকারি পোর্টালে প্রকাশিত উপাত্ত;

খ) বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক ডাটাসেট প্রাপ্তির অনুরোধসমূহ;

গ) জাতীয় তথ্য বাতায়ন এবং ই-তথ্যকোষে যে তথ্যগুলো অনুসন্ধান করা হচ্ছে তা বিবেচনা করা;

ঘ) ওপেন ডাটা পোর্টালে কর্তৃক যে সকল উপাত্তের অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয় তা; এবং

ঙ) গুরুত্বপূর্ণ ওপেন ডাটা ব্যবহারকারীদের চাহিদা বিবেচনা।

৪.৩ উন্মুক্ত উপাত্ত বাছাইকরণ

উন্মুক্ত উপাত্ত হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার আগেই উপাত্ত যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিকভাবে স্পর্শকাতর উপাত্ত সংরক্ষিত রাখতে হবে। তবে তা প্রয়োজন সাপেক্ষে সংক্ষিপ্তরূপে ও ব্যক্তি-গোপনীয়তা রক্ষা করে প্রকাশের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে উপাত্তের জিম্মাদারই ঠিক করবেন কোনো উপাত্ত উন্মুক্তকরণযোগ্য কি না। উপাত্ত উন্মুক্তকরণের পর্যায় নির্ধারণে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ বিবেচনায় নিতে হবে। উন্মুক্ত উপাত্ত বাছাইয়ে কিছু প্রমিতমান অনুসরণ বা যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তা অনুমোদিত হতে হবে। এর আওতাভুক্ত হবে:

- ডাটার প্রস্তাবিত ব্যবহারের মাধ্যমে যা অর্জিত হবে তার গুরুত্ব;
- ডেটা সেটের জন্য পাবলিক চাহিদা ; এবং
- ডেটা হতে ওপেন ডেটায় পরিবর্তনের জটিলতা

৪.৪ উন্মুক্ত ডাটা অবমুক্তকরণ

ফলাফল যাচাই, ডাটাসেটের যৌক্তিক বিন্যাস, বিদ্যমান সম্পদের ওপর নির্ভর করে উন্মুক্ত ডাটাসমূহ অবমুক্তির জন্য নির্বাচন করা হবে। যেখানে সম্ভব , অবমুক্তির আগে ওপেন ডাটার গুণগত মান পরীক্ষা করা হবে।

৪.৫ উন্মুক্ত ডাটা প্রকাশ

সরকার ওপেন ডাটা গ্রুপের নেটওয়ার্ক হিসেবে ওপেন ডাটা ব্লগ চালু করতে পারে। উন্মুক্ত উপাত্ত তালিকাভুক্ত করে প্রকাশ করা হবে যাতে জাতীয় তথ্য বাতায়নের সাথে সংযুক্ত ওপেন ডাটা পোর্টালে তা সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

৪.৬ কেস স্টাডি প্রকাশ

কেস স্টাডিগুলো সূচিভুক্ত করে ওপেন ডাটা পোর্টালে প্রকাশ করা হবে যাতে তা সহজেই ব্যবহার করা যায়।

৪.৭ উন্মুক্ত ডাটা বিষয়ে কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি

সরকারি ও বেসরকারি খাতে ইন্টারনেট, জাতীয় তথ্য বাতায়ন ও বিভাগীয় বার্তার মাধ্যমে ওপেন ডাটা ধারণা ও অনুশীলন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। সরকারের মধ্যে এ বিষয়ে ওপেন ডাটা গভার্নেন্স গ্রুপ ও ওপেন ডাটা নির্বাহী টিম তৈরি করা হবে, যারা উন্মুক্ত উপাত্ত সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে নেতৃত্ব দেবেন। উপজেলা থেকে শুরু করে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত ইনোভেশন কর্মকর্তাগণ এক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.৮ উন্মুক্ত উপাত্ত কমিউনিটির সাথে সংযুক্তি

সরকার কর্তৃক এটা স্বীকৃত যে, ওপেন ডাটা উদ্যোগের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে ওপেন ডাটা সংগঠনের সাথে এর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি। সক্রিয় কমিউনিটি কর্তৃক ওপেন ডাটা ব্যবহৃত না হলে এর অবমুক্তি অর্থবহ হবেনা।

সরকার বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেমনঃ ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে ওপেন ডাটার ব্যবহার বাড়াবে। ওপেন ডাটা কমিউনিটির সাথে ডাটা সংরক্ষণ-দপ্তরের সংশ্লিষ্টতা বাড়াতে হবে। বিভিন্ন মিডিয়ায় এর প্রচার বাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪.৯ উন্মুক্ত উপাত্ত বাতায়নের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন

সরকারি ওপেন ডাটা পোর্টালের মাধ্যমে নতুন ডাটার জন্য আবেদন ও ডাটার মানোন্নয়ন চলমান রাখতে হবে। ফলে সকলের পরামর্শ ও প্রশ্ন কেন্দ্রীয়ভাবে উৎসাহিত ও সমন্বয় করতে হবে।

৪.১০: উন্মুক্ত উপাত্তবিষয়ক বিভিন্ন ইভেন্টের সাথে সংহতি

সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ওয়ার্কিং গ্রুপ, প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে ওপেন ডাটা ব্যবহারকারীদের সাথে সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে।

৪.১১ বিদ্যমান স্টেকহোল্ডারের সাথে সম্পৃক্ততা

সরকার বিবিধ স্টেকহোল্ডারের সাথে আলোচনার সময় উন্মুক্ত ডাটা নিয়ে আলোচনা করলে এ বিষয়ে তাদের চাহিদা সম্পর্কে ভালভাবে জানা সম্ভব হবে। পাশাপাশি এ ধরনের ডাটাগুলো নিয়ে যে সকল গ্রুপ কাজ করছে তা নিয়ে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সরকার সহযোগিতা দেবে।

৪.১২ নতুন স্টেকহোল্ডারদের সাথে সংযুক্তি:

বিভিন্ন বিভাগের বিভিন ধরনের উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে আগ্রহী দল গঠন করা যেতে পারে; এবং তাদের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। সরকার এই ধরনের আগ্রহী নতুন গ্রুপের সাথে বিশেষ করে অবমুক্তকরণের জন্য অগ্রাধিকারবিশিষ্ট ডাটা, অগ্রাধিকারযুক্ত ডাটার ফরমেট, ডাটা সম্পর্কে জানা, ডাটার মান সম্পর্কে মতামত গ্রহণ এবং কেস স্টাডি লিপিবদ্ধকরণ বিষয়ে আলোচনা উৎসাহিত করবে।

৪.১৩ চাহিদার ভিত্তিতে উন্মুক্ত ডাটার পরিমাণ বৃদ্ধি:

জনগণের চাহিদা এবং এর অগ্রাধিকারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে উন্মুক্ত উপাত্তের পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন। আর এই বর্ধিতকরণের উপায় হতে পারে—

- ডাটা প্রকাশের হার বাড়ানো
- নতুন ডাটা ডাউনলোডের ফরমেট
- চিহ্নিত ভুলসমূহ শুদ্ধিকরণ এবং
- প্রমিত মান ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস স্কিম ব্যবহার

৪.১৪ বিষয়বস্তু ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ সরকার একটি নির্দেশমালা প্রণয়ন করবে যেখানে রাষ্ট্রীয় আইন এবং সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে জনসাধারণের জন্য তথ্য সরবরাহের বিষয়ে বিষয়বস্তু তৈরি করার নীতিসমূহ এবং সরকারি তথ্য বাতায়নে তথ্য অন্তর্ভুক্তির বিষয় থাকবে। এ নির্দেশনায় প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ এবং বেসামরিক নিরাপত্তার বিষয়ে

সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে, তবে কোনো কন্টেন্ট যদি নাগরিক বা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর না হয় তবে এই নির্দেশনায় তা উন্মুক্তকরণে ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। এই কন্টেন্ট সরবরাহ চ্যানেলটি আন্তঃচলাচলযোগ্য হবে। এটি প্রয়োজনীয় তথ্য নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণসম্বলিত একটি জাতীয় উপাত্ত/কন্টেন্ট আন্তঃবিনিময়ের কাঠামো হিসেবে কাজ করবে।

৪.১৫ নিয়ন্ত্রণ এবং সাফল্য নিশ্চিতকরণ

ওপেন ডাটা গভর্ন্যান্স গ্রুপের সহায়তায় উন্মুক্ত উপাত্ত নির্বাহী টিম কর্তৃক উন্মুক্ত উপাত্ত কৌশল/নীতি পরিচালিত হবে। এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন নিশ্চিকরণ কল্পে সরকার উপযুক্ত কাউকে নিয়োগ বা মনোনয়ন প্রদান করবে। নির্ধারিত সময়ে উপস্থাপিত বিভিন্ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রতিবছর উন্মুক্ত উপাত্ত কৌশল পর্যালোচনা করা হবে।

৫. সরকারি উন্মুক্ত উপাত্ত কার্যকরী গ্রুপ:

কার্যকরী গ্রুপ এর উদ্দেশ্য হলো -

- সরকারি উন্মুক্ত ডাটা সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিদের রেফারেন্স-এর মূল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা;
- দাপ্তরিক তথ্য আইনসজ্ঞাত এবং কারিগরিভাবে উন্মুক্তকরণের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ করা;
- দাপ্তরিক তথ্য উন্মুক্ত রাখতে এ উদ্যোগের পটভূমি এবং গৃহীত পদক্ষেপের ডকুমেন্ট তৈরি করা;
- সরকারি উন্মুক্ত উপাত্তের ক্যাটালগ তৈরিতে সহায়তা করা এবং কারিগরি আন্তঃপরিচালনা অ্যাসেসমেন্ট নিশ্চিত করা; এবং
- উন্মুক্ত উপাত্ত উদ্যোগের নীতির কোনো পরিবর্তন বা নতুন সংযোজনের ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রণয়নে উন্মুক্ত উপাত্ত নির্বাহী টিমকে সহায়তা করা।

পরিসংখ্যান ও তথ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট এবং আগ্রহী সরকারি কর্মকর্তা বা প্রাইভেট সেক্টরের পেশাদার ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে সরকার এ গ্রুপ গঠন করবে। এটি একটি উন্মুক্ত কার্যকরী গ্রুপ হবে যেখানে বর্ধিত কলেবরে সুশীল সমাজ, আইসিটি শিল্প, উন্নয়ন অংশীদার, শিক্ষাবিদ, ছাত্র, গবেষক এবং সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

---

৬. উন্মুক্ত উপাত্ত নির্বাহী টিম

নির্বাহী টিম উন্মুক্ত উপাত্ত কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদান করবে। ডাটা ব্যবস্থাপনা ও কমপ্লায়েন্স সল্যুশনে খ্যাতিমান ডোমেইন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এই টিম গঠিত হবে। যাদের এ বিষয়ে সবিশেষ পরিচিতি রয়েছে, যাদের পরীক্ষিত উদ্ভাবনী সক্ষমতা রয়েছে এবং গ্রাহকদের চাহিদা বুঝতে সক্ষম, এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ যারা ডাটা সিস্টেম ও সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী সিস্টেম নিয়ে কাজ করেন এমন লোকদের সমন্বয়ে এই টীম গঠন করা হবে।

৭. উন্মুক্ত উপাত্ত নীতিমালা

বাংলাদেশ সরকার একটি নীতি প্রণয়ন করবে যাতে উন্মুক্ত উপাত্ত সিস্টেম পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, এর কমপ্লায়েন্স ও এসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ বর্ণিত থাকবে। উন্মুক্ত উপাত্ত কার্যকরী টিম উন্মুক্ত উপাত্ত নীতিমালা

তৈরির কাজে উন্মুক্ত উপাত্ত নির্বাহী টিমকে সহায়তা করবে এবং এ নীতিমালা উপযুক্ত সরকারি এজেন্সি কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

৮. উপাত্ত বাতায়ন

জাতীয় তথ্য বাতায়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের একটি উপাত্ত বাতায়ন থাকবে যা জনগণকে সহজে ডাটাসেটে প্রবেশ এবং পুনঃব্যবহারের সুযোগ করে দেবে। এ বাতায়ন ব্যবহার করে নতুন ডাটাসেট-এর অনুরোধও পাঠানো যাবে। বাতায়নটির একটি উন্মুক্ত উপাত্ত ক্যাটালগ থাকবে যেখানে শ্রেণিকৃত ডাটার বৈশিষ্ট্য, ডাটার স্বত্বাধিকারী এবং সংরক্ষণকারী সম্পর্কে তথ্য থাকবে। এ বাতায়নটি উন্মুক্ত উপাত্ত পরিসংখ্যান যেমনঃ উদঘাটনযোগ্য ডাটাসেটস, এপিআই সম্বলিত সম্পদাবলি, ডাটা গ্রুপ ইত্যাদি প্রকাশ করবে।

৯. উপসংহার

সরকার আইনসঙ্গত পন্থায় জনসংখ্যা, সম্পত্তি, লাইসেন্স, অপরাধ, জনস্বাস্থ্য এবং বিবিধ সত্তার বিষয়ে বিপুল পরিমাণে উপাত্ত তৈরি করে থাকে। এ সকল উপাত্ত—নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ আইন প্রণয়ন, নীতিমালা তৈরি এবং সরকারি সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যবহার করে থাকেন। সুশাসনের প্রয়োজনে এবং ই-ডেমোক্রেসি বিবেচনায় নিয়ে আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, এমনকি ডিজিটাল তথ্য কাঠামোর মাধ্যমে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের আবশ্যিকভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে।

সরকারি উন্মুক্ত উপাত্ত উদ্যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে, উপাত্ত যথাসম্ভব উন্মুক্ত করে রাখা যাতে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা বজায় রেখে সাধারণ নাগরিক, এডভোকেসি গ্রুপ, ছাত্র, গবেষক এবং ব্যবসায়ীগণ উপাত্ত ব্যবহার করতে পারেন। ছোট আকারে হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সরকার উন্মুক্ত ডাটার ধারণা গ্রহণ করেছে এবং ইন্টারনেটে উন্মুক্ত উপাত্ত বাতায়ন প্রতিষ্ঠা করেছে।

বর্তমানে ভোক্তা, সাধারণ নাগরিক, সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয় এবং সাধারণভাবে তথ্য খোঁজার কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ইন্টারনেটভিত্তিক প্রতিষ্ঠান যেমনঃ আমাজন ও গুগল তাদের ব্যবহারকারীদের প্রচুর ডাটা সংগ্রহ করছে। এ সকল ডাটার কিছু উন্মুক্ত থাকে এবং অধিকাংশই বেসরকারিভাবে কেনা-বেচা হতে পারে।

সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত বেসরকারি উপাত্তের সাথে সরকারি উন্মুক্ত উপাত্ত ব্যবহার করে অনেক নতুন ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। এ সকল ব্যবসা দ্বারা নতুন পণ্য ও সেবা উৎপাদনের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব। নাগরিক এডভোকেসি গ্রুপ এ সকল উন্মুক্ত উপাত্ত ব্যবহার করে কোনো কোনো সমস্যা সমাধানের নতুন দিক উন্মোচন করতে পারে। এরূপ বোঝাপড়া আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে পারে।

আর্থিক বরাদ্দ ও চর্চাগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ যেমনঃ সংসদ সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিগণ এ সকল প্রতিবদ্ধতা দূর করার জন্য সুনির্দিষ্ট করণীয়সহ একটি রোডম্যাপ/মৌলিক নীতি অনুসরণ করতে পারে, যাতে করে নাগরিক-সমাজ, শিক্ষাবিদ ও ব্যবসায়ীগণ সরকারি উন্মুক্ত উপাত্ত ব্যবহার করতে পারে। এর ফলে সরকারের সঙ্গে নাগরিকের সম্পৃক্ততা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হবে।

Acronyms

CMR: Common Metadata Repository

DDI: Data Documentation Initiative

ebXML: e-Business XML

EDIFACT: Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport

GESMES: Generic Statistical Message for Time Series

ODaF: Open Data Foundation

OASIS: Organization for the Advancement of Structured Information Standards

SDMX: Statistical Data and Metadata Exchange

UDDI: Universal Description, Discovery and Integration

XML: Extensible Markup Language